

প্রযুক্তির নাম: ড্রিপ সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তির মাধ্যমে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ফসল উৎপাদন।

ভূমিকা

শুরু মৌসুমে ভালো মানের সেচের পানির ঘাটতি উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। ড্রিপ সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তি এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং লাভজনক করা সম্ভব।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- উঁচু বেডে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ও মাল্চ প্রযুক্তি একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা যা উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে (১০ ডেসি/মি. থেকে ৪.৫ ডেসি/মি.) লবণাক্ত মাটিকে ফসল উৎপাদন উপযোগী করে তোলে।
- ফসল ভেদে ২-৩ দিন অন্তর ১৫ থেকে ২৫ মিনিট পর্যন্ত ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক লবণাক্ত মাটিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এই প্রযুক্তি পানি সাশ্রয়ী হওয়ায় উপকূলীয় এলাকার অধিক জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব।

উপযোগীতা

বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। শুরু মৌসুমে ভাল মানের সেচের পানির ঘাটতি উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। ড্রিপ সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তি এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং লাভজনক করা সম্ভব।

আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট:

এই প্রযুক্তিতে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে (ফসল ভেদে আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২.০-৪.৭)। এই প্রযুক্তি পানি সাশ্রয়ী হওয়ায় উপকূলীয় এলাকার অধিক জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। ফসলের বাড়তি উৎপাদনশীলতা উক্ত এলাকার কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে (শতকরা ৩৫ থেকে ৬০ ভাগ) এবং জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



ড্রিপ সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ফসল উৎপাদন।

যোগাযোগ:

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিএআরআই, গাজীপুর।

ফোন: ০২৪৯২৭০১৭৫

ইমেল: cs0.iwm@bari.gov.bd